সুভাষচন্দ্র - এক অজানা তথ্য

সুব্রত রায়

আমার জ্যাঠামশাই অধ্যাপক বিধুভূষণ রায় কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থবিজ্ঞান বিভাগে খয়রা অধ্যাপক ছিলেন। মাত্র ৪৯ বছর বয়সে তিনি পরলোক গমন করেন। M.Sc পাস করার পর স্যার আশুতোষের আহ্বানে সাড়া দিয়ে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থবিজ্ঞান বিভাগে লেকচারার পদে যোগদান করেন এবং অধ্যাপক সি ভি রামণের সঙ্গে গবেষণা করে ঐ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে D.Sc ডিগ্রি লাভ করেন। কুড়ির দশকে প্রথমে প্রেমচাঁদ-রায়চাঁদ বৃত্তি ও পরে ঘোষ ট্রাভেল ফেলোশিপ দিয়ে ইউরোপ যান। কোপেনহেগেনে অধ্যাপক নীলস্ বোর ও উপসালায় অধ্যাপক সীগবার্ণের সঙ্গে তাঁর কাজ করার সৌভাগ্য হয়েছিলো।

অধ্যাপক রায়ের স্কুল জীবন কটকে কাটে। সুভাষচন্দ্র তার সমসাময়িক ছিলেন এবং দুজনের মধ্যে গভীর হৃদ্যতা ছিল। কলকাতায় আসার পরও তাঁদের মধ্যে যোগাযোগ অক্ষুণ্ন ছিল।

অন্তর্ধানের বেশ কিছুদিন আগে সুভাষচন্দ্র দুদিন রাত ১১টা নাগাদ আমাদের বাড়ি এসেছিলেন। আমাদের বাসস্থান তখন ম্যাডক্স স্কোয়ার পার্কের পাশে আর্ল স্ট্রিটে। দুদিনই আমার মা দরজা খুলে দিয়েছিলেন। কালো পোশাক পরা সুভাষচন্দ্রকে চিনতে আমার মার কোনো অসুবিধা হয় নি। সিঁড়ি দিয়ে ওঠার সময় আমার মা জ্যাঠামশাইকে বলতে শুনেছিলেন - সুভাষ তুমি এত রাত করে আসো কেন? তার উত্তরে সুভাষচন্দ্র বলেছিলেন - তোমরা যাতে অসুবিধায় না পড়ো তাই রাত করে আসি। দুদিনই ঘরের দরজা বন্ধ করে দুজনের কথা হয়েছিলো। ঘরে শুধুমাত্র জ্যাঠামশাই-এর পরিচারক লক্ষ্মণ ছিল। তাঁদের মধ্যে কি কথা হয়েছিলো জ্যাঠামশাই সে কথা কাউকে পরিষ্কার করে বলেন নি। পরবর্তী কালের ঘটনা থেকে আমার বাবা কিছুটা অনুমান করেছিলেন এবং প্রায় ৫৫ বছর আগে তা আমাকে বলেছিলেন।

কোপেনহেগেনে কাজ করার সময় জ্যাঠামশাই-এর জাপানি বিজ্ঞানী নিশিনা ও জার্মান বিজ্ঞানী হাইজেনবার্গের সঙ্গে গভীর সখ্যতা জন্মেছিলো। হাইজেনবার্গ বেনারসে আমাদের বাড়িতে পর্যন্ত এসেছিলেন এবং জ্যাঠামশাই-এর সঙ্গে জোড়াসাঁকো গিয়ে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে দেখা করেছিলেন। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ ঘেঁসে অনেক জার্মান বিজ্ঞানী দেশত্যাগ করলেও হাইজেনবার্গ জার্মানিতে থেকে যান এবং জার্মান এ্যাটম বোম প্রকল্পের সঙ্গে নিজেকে যুক্ত করেন। এর বিস্তৃত বিবরণ Goudsmit-এর লেখা Alsos বইতে পাওয়া যায়। এটা ঐতিহাসিক সত্য যে হাইজেনবার্গ হিটলারের খুব কাছের লোক ছিলেন। এর পরিপ্রেক্ষিতে আমার বাবা অনুমান করেন যে সুভাষচন্দ্র হাইজেনবার্গের সহায়তায় হিটলারের কাছে পৌঁছোবার চেষ্টা করেছিলেন। সুভাষচন্দ্র হিটলারের সঙ্গে দেখা করেছিলেন, তবে তাতে হাইজেনবার্গের কোনো ভূমিকা ছিল কিনা জানা নেই। এই প্রসঙ্গে আর একটা ঘটনার উল্লেখ করা যেতে পারে।

সুভাষচন্দ্রের অন্তর্ধানের খবর জানাজানি হবার দু-একদিন পর গুজব রটে যে সুভাষচন্দ্র নাকি গোমোর কাছে ধরা পড়ে গেছেন। এই কথা শুনে আমার জ্যাঠামশাই বাবাকে বলেন - সুভাষ অতো কাঁচা ছেলে নয়। তারপর ক্যালেন্ডারের দিকে তাকিয়ে দেওয়ালে ঝোলানো একটা ম্যাপের উপর আঙুল রেখে বাবাকে বলেন - সুভাষের এখন এই জায়গায় থাকার কথা। জায়গাটা ভারতের সীমানা পার হয়ে আফগানিস্তানের একটা শহর। এর থেকে স্পষ্টই বোঝা যায় সুভাষচন্দ্রের যাত্রাপথ জ্যাঠামশাই-এর অজানা ছিল না।

দীর্ঘকাল আগে মা ও বাবার কাছ থেকে শোনা এই কাহিনী - সময়ের ব্যবধানে মুখের কথা বলে যা ব্যবহার করা হয়েছে তাতে দু-একটা শব্দ এ-পাশ ও-পাশ হয়ে গিয়েও থাকতে পারে। তবে ঘটনার মূল তথ্য থেকে যে বিচ্যুতি ঘটে নি তা নির্দ্বিধায় বলা যায়।

December 2011